IPPF International Planned Parenthood Fedaration

বেছে নাও - সম্ভাবনার জগৎ

যৌন অধিকার

একটি আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র

FPAB Family Planning Association of Bangladesh

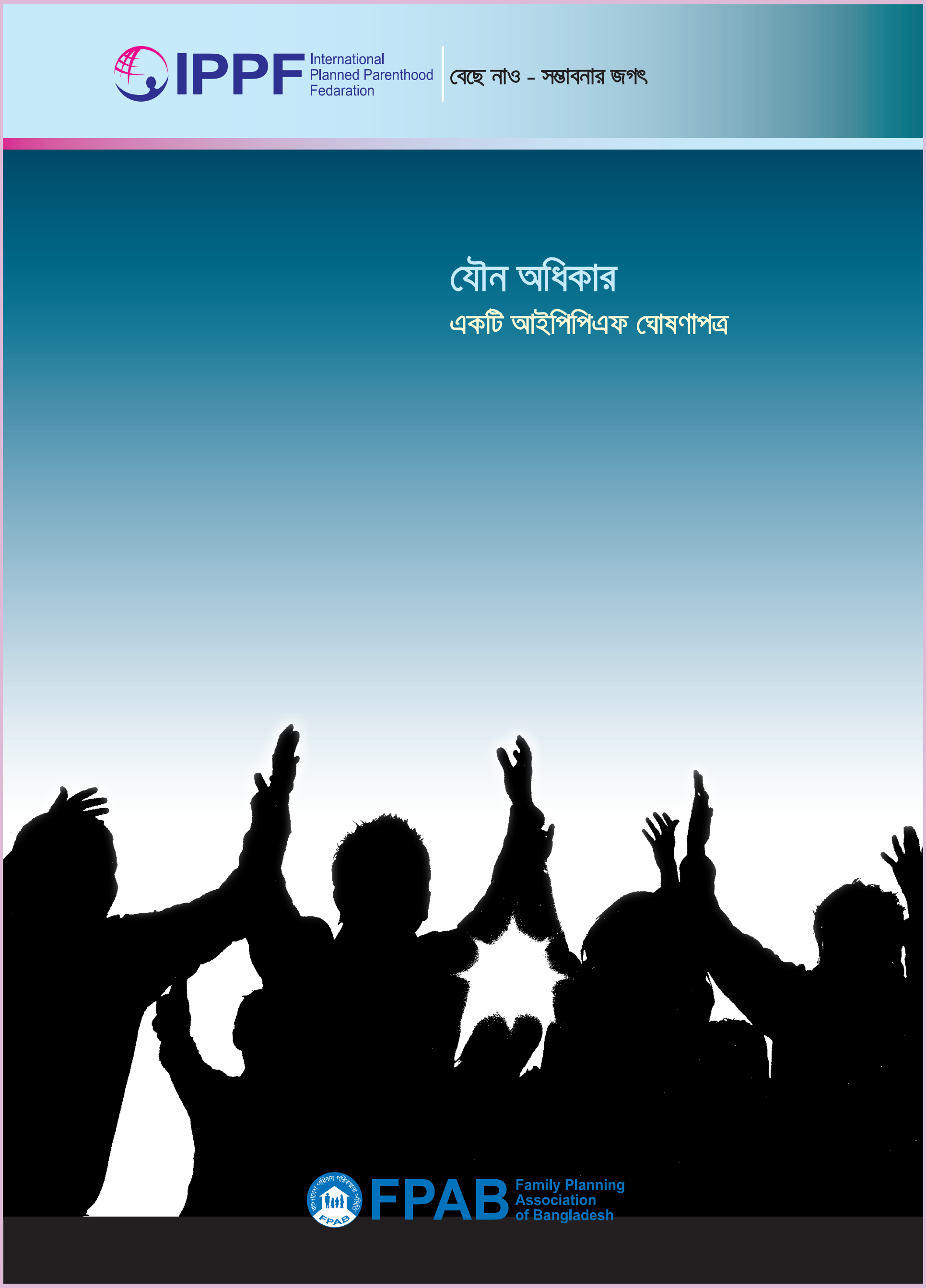

gj cKvkbv : **Sexual RIghts : an IPPF declaration**

Abev` weIqK ÁvZe¨ : Bs‡iwR †_‡K evsjvq Abev`KZ †Kv‡bv Ask ev evK¨ AmvgÄm¨/A_ wechq n‡j gj Bs‡iwR cKvkbvi ¯§iYvcb n‡Z n‡e|

ms‡kvaZ Abev` ms¯‹iY : b‡f¤^i 2009

Abev` I cKvkbv : GdwcGwe, 2 bqv cëb, XvKv-1000

E-mail: info@fpab.org

Web : www.fpab.org

আমাদের পরিচিতি

আমরা কে?

আইপিপিএফ একটি বিশ্বব্যাপী সেবাপ্রদানকারী সংস্থা এবং সকলের জন্য যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের শীর্ষ প্রবক্তা। আমাদের আন্দোলন - সকল সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গে এবং সকল সমাজ ও ব্যক্তির জন্য কর্মরত জাতীয় সংগঠনসমূহের বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। আমরা এমন একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করি, যে বিশ্বে সকল নারী ও পুরুষ, যুবক ও যুবতী নিজ নিজ দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ ভোগ করবে এবং নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করবে। আমরা এমন একটি বিশ্ব চাই যেখানে পিতা বা মাতা হওয়ার বা না হওয়ার, কটি সন্তান হবে এবং কখন হবে, তা নির্ধারণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেকে ভোগ করবে, প্রতিটি ব্যক্তি যৌনবাহিত রোগব্যাধির, এইচআইভি'র এবং অবাঞ্চিত গর্ভধারণের ভীতি-মুক্ত সুস্থ যৌনজীবন নির্বিঘ্নে যাপন করতে পারবে। আমাদের অভীষ্ট বিশ্বে জেন্ডার বা যৌনতা, অসাম্য বা অপবাদের কারণ হবে না। সমসাময়িক ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এ সকল পছন্দ-অপছন্দ ও অধিকার সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন থেকে আমরা কখনও পিছিয়ে যাব না।

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা ১

ইতিহাস ২

কার্যকর সংক্ষিপ্তসার ৪

যৌন অধিকার প্রকৃতপক্ষে যৌনতা সংক্রান্ত মানবাধিকার ৭

যৌনতা অধিকার : আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র ৯

প্রস্তাবনা ১০

সাধারণ নীতিমালা ১২

যৌনতার সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার হলো যৌন অধিকার ১৬

তথ্যসূত্র ও টীকা ২২

উপসংহার ২৩

উপক্রমণিকা

যৌনতা মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক মহামূল্য দিক এবং আমাদের মানবতার অপরিহার্য ও মৌলিক অঙ্গ। স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য মানুষকে প্রথমে তাদের যৌন ও প্রজনন জীবন যাপনে নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, তাদের নিজ নিজ যৌন পরিচিতি প্রকাশ করার প্রত্যয় ও নিরাপত্তা দিতে হবে।

এখন- বৈষম্য, অপবাদ, ভীতি ও সহিংসতা অনেক মানুষের জীবনে বাস্তব হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল হুমকি ও অপবাদ মৌলিক যৌন অধিকার ও স্বাস্থ্য অর্জনে গুরুতর প্রতিবন্ধক। কারণ এসকল অপবাদ ও হুমকি থেকে উদ্ভুত কর্মকাণ্ড একদিকে মনোবল ভেঙ্গে দেয় এবং অন্যদিকে জীবন সংশয় সৃষ্টি করে। আইপিপিএফ তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কৌশল গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে - বিশ্বজনীনতা, পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা এবং মানবাধিকারের অভিভাজ্যতার মূলনীতিসমূহ। আমরা আমাদের নিজস্ব সেবামূলক ব্যবস্থা ও গণসচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে বৃহত্তর জনপরিমণ্ডলে যৌন অধিকার তথা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত করার জন্য সাধ্যমত সচেষ্ট থাকব।

যৌন অধিকার : একটি আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র। এ ঘোষণাপত্র সমগ্র বিশ্বজুড়ে দুই বছরের অধিক সময়ের শ্রমের ফসল। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের দিকনির্দেশনার মাধ্যমে ঘোষণাপত্রটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন - যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানবাধিকার আইন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ, জ্যেষ্ঠ আইপিপিএফ স্বেচ্ছাসেবী যাদের নিজ নিজ অনন্য আঞ্চলিক প্রেক্ষিত আছে এবং যারা একত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করেন। এসকল বিশেষজ্ঞের সাথে আইপিপিএফ সচিবালয়ের তিনজন জ্যেষ্ঠ পরিচালক সংযুক্ত ছিলেন। ঘোষণাপত্রটি ফেডারেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে সভা সম্মেলনের মাধ্যমে পরিশীলন ও পরিবর্ধন করা হয় এবং আইপিপিএফ-এর যৌন ও প্রজনন অধিকার চার্টারের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়। ইতিমধ্যে মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল এবং ১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন তথা আইসিপিডি'র কর্মসূচি বাস্তবায়নে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক কাজ করার আছে।

যৌন অধিকার মানবাধিকারের অংশ বিশেষ। এগুলো ক্রমবিকাশমান যৌনতা সংক্রান্ত অধিকারের সমষ্টি এবং সকল মানুষের স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদায় অবদান রাখে, কাজেই এ অধিকারসমূহকে অবজ্ঞা করা চলে না। অপবাদ নিরসন করার জন্য, পরিষেবায় অভিগম্যতা উন্নয়নের জন্য এবং যৌনতাকে মানবজীবনের ইতিবাচক দিক হিসেবে স্বীকৃতি দানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার জন্য আমাদের আপোষহীন ও আবেগপূর্ণ কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং এ কর্মে অধ্যাবসায়ী হতে হবে। কোনঠাঁসা গোষ্ঠীগুলো, যথা- যুব সমাজ, নপুংসক, যৌনকর্মী, সমকামী নারী ও পুরুষ, উভলিঙ্গ, বালিকা বধূ এবং কিশোরী মা আমাদের সমবেদনা চায়। এই ঘোষণাপত্র ঐসব বালিকা ও নারীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য যারা সহিংসতার আতঙ্কের শিকার বা ইতিমধ্যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এছাড়া ঘোষণাটি কতিপয় সনাতন নিয়ম আচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যথা - নারী অঙ্গ হানি এবং পুরুষ অগ্রাধিকারের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য।

যৌন অধিকার : সকল সংগঠন, সক্রিয় কর্মী, গবেষক, নীতি নির্ধারক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যারা মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ও সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের জন্য আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র একটি অপরিহার্য কর্মপন্থা ও কৌশল। এই ঘোষণা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের সকল সদস্যদের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের গতি সঞ্চার করতে সহায়তা করবে এবং আগামী ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য জনসংখ্যা ও উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণে অবদান রাখবে।

প্রায়শই অস্বীকৃত এবং দীর্ঘকাল অবহেলিত, এই যৌন অধিকারসমূহ আমাদের মনোযোগ এবং অগ্রাধিকারের দাবীদার। এ অধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা করার সময় এসেছে, অধিকারগুলো দাবী করার এইতো সময়। আমরা বিশ্বাস করি যে এই ঘোষণা আপনাদের অগ্রযাত্রার পাথেয় হয়ে থাকবে।

জ্যাকুলিন শার্প

প্রেসিডেন্ট, আইপিপিএফ

ইতিহাস

২০০৬ সালের নভেম্বরে আইপিপিএফ-এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা গভর্নিং কাউন্সিল, একটি যৌন অধিকার ঘোষণাপত্র প্রণয়নের জন্য ফেডারেশনকে নির্দেশনা প্রদান ও সহায়তাদানের ক্ষমতা দিয়ে যৌন অধিকার সংক্রান্ত প্যানেল গঠন করেন।

ধারণা করা হয় যে, এই ঘোষণাপত্র আইপিপিএফ-এর যৌন ও প্রজনন অধিকার সংক্রান্ত চার্টারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। কারণ, চার্টারটি একটি যুগান্তকারী দলিল যা অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে এবং আইপিপিএফ-এর পরিষেবা ও এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানব অধিকারকে সাফল্যজনকভাবে সমন্বিত করেছে।

আইপিপিএফ পশ্চিম গোলার্ধ অঞ্চলে যৌন অধিকার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক কাজ এই ঘোষণার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অবশেষে, ২০০৮ সালের মে মাসে এই ঘোষণা নির্ধারক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত হয় এবং তা গৃহীত হয়।

যৌন অধিকার সংক্রান্ত প্যানেল আইপিপিএফ-এর ছয়টি অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ আইপিপিএফ স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মকর্তা এবং সারা বিশ্বের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্যানেলের সদস্যরা হলেন :

মারিয়েম মিন্ট আহমেদ আইচা
গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য

ড. নাওমি এমমাপেলো সেবোনি
মৌরিতানিয়া গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, বৎসওয়ানা

হোস্‌সাম বাহ্‌গাত
ইজিপশিয়ান ইনিশিয়েটিভ ফর পার্সোনাল রাইটস্ মিসর

ড. নোনো সিমেলেলা
পরিচালক, প্রযুক্তিক জ্ঞান ও সহযোগিতা

ড. কারমেন বারোসো
আঞ্চলিক পরিচালক, আইপিপিএফ/ডাবিএইচআর

ট্যাং কুন
গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, চীন

গার্ট-ইঙ্গ ব্রান্ডার
গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, সুইডেন

ড. এস্থার ভিসেন্ত
গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, পুয়ের্তো রিকো (চেয়ার)

প্রফেসর পল হান্ট
ইউএন স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র অন রাইট ট্যু হেলথ

ড. গিল গ্রিয়ার (পদাধিকার বলে)
মহাপরিচালক, আইপিপিএফ

ড. এলিস মিলার
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়/বার্কলে ল' এট ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মধু বালা নাথ,
আঞ্চলিক পরিচালক, আইপিপিএফ/দক্ষিণ এশিয় অঞ্চল

ড. জ্যাকুলিন শার্প
(পদাধিকারবলে), আইপিপিএফ প্রেসিডেন্ট

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে প্যানেল সদস্যগণ সম্মত হন যে, যৌন অধিকারের একটি ঘোষণা প্রণয়ন আইপিপিএফ-এর রূপকল্প ও ব্রত বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি। আইপিপিএফ যৌন ও প্রজনন চার্টার সমগ্র ফেডারেশনে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে (যখন এই চার্টার প্রকাশিত হয়) নতুন নতুন সমস্যা ও উদ্বেগের ক্ষেত্র উৎঘাটিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন দিক খুঁজে দেখার এবং ভঙ্গুর অবহেলিত এবং অনেকের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট যৌন অধিকারগুলো চিহ্নিত করার সুস্পষ্ট চাহিদা অনুভূত হয়। এই চার্টার যৌন অধিকার এবং প্রজনন অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বর্ধিত সচেতনতার জন্ম দেয়, এ সচেতনতা যৌনতাকে ঘিরে একটি কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। প্যানেল একমত হয় যে, এই ঘোষণা আইপিপিএফ সেবাগ্রহণকারীদের উন্নত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনে অবদান রাখবে।

যৌন অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রণয়নের পদ্ধতি ফেডারেশনের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ এডভোকেসি হাতিয়ার। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঘোষণাটি মানবাধিকারের প্রকৃতি, যৌনতার সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকারের প্রকৃতি, যৌন অধিকার ও প্রজনন অধিকারের মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্পর্কে ফেডারেশনের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার ফলে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে যে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান ভোগ করতে হলে যৌন অধিকার এবং উন্নয়ন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা ভোগের অধিকারগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বিয়য়েও নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে। এই জ্ঞান ঘোষণাপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সমগ্র প্রক্রিয়া জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও ধর্মীয় পটভূমি বিবেচনা করার প্রয়োজন উদ্বেগের বিষয় ছিল। প্যানেল সদস্যগণ যৌন অধিকারকে মানবিক অধিকারের প্রেক্ষিতে দেখার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন এমন কি, পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন। সেই সঙ্গে, অংশগ্রহণকারীগণ যৌনতা বিষয়ে সমস্যাগুলোকে প্রকাশ্যে আলোচনা করার সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছে। যে সমস্যাগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে ছিল সংস্কৃতি ও ধর্ম, বাল্যবিবাহ, যৌনকর্মীদের অধিকার, জেন্ডার পরিচিতি, যৌন দিক্‌স্থিতি, প্রজনন প্রযুক্তিসমূহ, ফেডারেশন তার সকল পর্যায়ে দৈনন্দিন কাজে এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক আইপিপিএফ অঞ্চল তার নিজস্ব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার আলোকে যৌন অধিকার সম্পর্কে প্রসন্ধান করেছে। এই সকল অভিজ্ঞতা ঘোষণাপত্রে অবদান রেখেছে। আরব বিশ্ব রাবাতে গত মে ২০০৭ একটি সভায় মিলিত হয়, যার ফলে যৌন ও প্রজনন অধিকার সম্পর্কিত একটি ঘোষণা প্রণীত হয়। ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক সমকামী পুরুষ (গে) সমকামী নারী (লেসবিয়ান) এবং উভয়কামীদের বিষয় নিয়ে জুন ২০০৭, একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় ইউরোপের ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান গে এসোসিয়েশনের ইউরোপীয় প্রেসিডেন্টের মতো বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। আফ্রিকার আঞ্চলিক কাউন্সিল, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল এবং পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক কাউন্সিল সভাগুলোতেও খসড়া ঘোষণাপত্র এবং যৌন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হয়। পশ্চিম গোলার্ধের আঞ্চলিক কাউন্সিলে অংশগ্রহণকারীরা এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এ আলোচনায় নেতৃত্ব দেয় মানবাধিকার কর্মী সোনিয়া কোরিয়া, আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের নির্বাহী পরিচালক এন্থনি রোমিরো এবং পশ্চিম গোলার্ধের আঞ্চলিক কার্যালয়ের হাম্বার্টো এরাঙ্গোর সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল। রাবাতে অনুষ্ঠিত সভায় আরব বিশ্বের অংশগ্রহণকারীদের মতো পশ্চিম গোলার্ধের ডেলিগেটররাও একটি ঘোষণা জারী করে। প্রতিটি আঞ্চলিক সভায় আইপিপিএফ মহাপরিচালক যৌন অধিকার ঘোষণা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং পরবর্তী আলোচনাগুলোতেও অংশগ্রহণ করেন।

নভেম্বর ২০০৭ সালে যৌন অধিকার সংক্রান্ত প্যানেল আইপিপিএফ ডিক্লারেশন নামে একটি খসড়া গভর্নিং কাউন্সিল বরাবর জমা দেয় এবং কাউন্সিলের সদস্য ও কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও সদস্য সমিতিগুলোর পরিচালনা সদস্যগণকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়, তাদের মতামত চূড়ান্ত দলিল প্রস্তুতের সময় বিবেচনায় রাখা হয়। ঘোষণাপত্রটি ২০০৮ সালের মে মাসে গভর্নিং কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়।

একটি মূল্যবান সহায়ক দলিল হিসেবে ঘোষণাপত্রটিকে সামনে রেখে আইপিপিএফ এমন একটি বিশ্ব গঠনের আশাবাদ পোষণ করে, যেখানে সকল মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও সম্মানবোধ নিশ্চিত হবে, বিশেষভাবে তাদের জীবনের সেই সকল দিকে যা যৌনতার সাথে সম্পর্কিত।

কার্যকর সংক্ষিপ্তসার

"যৌন অধিকার : একটি আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র" নামক দলিলটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহ এবং সেগুলোর আন্তর্জাতিক মান-সম্মত প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এ ঘোষণাপত্রে আরও আছে মানব যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত অধিকারসমূহ যেগুলোকে আইপিপিএফ মানবাধিকারের দলিলসমূহের অন্তর্নিহিত অধিকার মনে করে।

আইপিপিএফ যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করে সেগুলো অনুসরণ করে ঘোষণাপত্রটি প্রণীত হয়েছে। আইপিপিএফ ও সদস্য সমিতির বিদ্যমান অনেক প্রকাশনায় ঘোষণার রূপরেখা ইতিমধ্যে বিধৃত হয়েছে এবং ঘোষণাপত্রে আইপিপিএফ-এর রূপরেখা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। জাতিসংঘের চুক্তি সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার, বিশেষভাবে স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান নিশ্চিতকরণের অধিকারের বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত ২০০৪ সালের রিপোর্টের প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ এ ঘোষণাপত্রে বিবেচিত হয়েছে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নেতৃবৃন্দ, যেমন স্বাস্থ্যের অধিকার শীর্ষক জাতিসংঘ বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ারকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছে। কার্যকর সংক্ষিপ্ত সার উলিখিত ঘোষণার বিকল্প হিসেবে কাজ করবে না, এটি ঘোষণা ও এর সূচীপত্রের বিভিন্ন অংশের প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্রটিকে অবশ্যই এ কার্যকর সংক্ষিপ্ত সারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে যৌন অধিকার ও পটভূমিকা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সহজে পাওয়া যায়।

যৌন অধিকার : একটি আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র তিন অংশে বিভক্ত:

- **উপক্রমণিকা :** আইপিপিএফ-এর উদ্দেশ্য ও রূপকল্প, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার ও মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি দলিলের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্রের ধারণাকে উপক্রমণিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই সাথে মানবাধিকার রূপরেখোয় মৌলিক অভিপ্রায় বর্ণনা করা হয়েছে।

- **সাতটি নির্দেশক নীতিমালা** অংশে ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভূক্ত যৌন অধিকারসমূহের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং ফেডারেশনের অভ্যন্তরে কীভাবে যৌন অধিকারগুলোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এবং যৌন অধিকারগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হবে এবং কীভাবে অধিকারগুলোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করা হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। যৌন অধিকার মানবাধিকার নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত, অধিকারগুলো বিশ্বজনীন ও অভিভাজ্য এবং বৈষম্যহীনতার নীতিমালার অনুসারী।

- **চূড়ান্ত অংশটি হলো**, যৌন অধিকার যৌনতা সংক্রান্ত মানবাধিকার। এ অংশে দশটি যৌন অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। যৌন অধিকার যৌনতার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি অধিকার নিয়ে গঠিত, এ অধিকারগুলো সকল মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য, গোপনীয়তা, স্বাধীকার, অখণ্ডতা ও মর্যাদার অধিকার থেকে উদ্ভুত।

জাতীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পটভূমির গুরুত্ব মনে রেখে, বিশ্বের সকল অঞ্চলে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ ঘোষণার কাঠামো এবং অন্তঃস্থিত নীতিমালা তাদের কর্মকাণ্ড, পরিষেবা এবং/অথবা কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করতে পারে। ফলে যৌন অধিকারের সম্প্রচার, অগ্রগতি ও সংরক্ষণে সহায়তা হবে।

যৌনতা এবং যৌন স্বাস্থ্যের প্রতি ব্যাপক ও সমন্বিত মানবাধিকার ভিত্তিক কৌশল বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যের অঙ্গ হিসেবে যৌন অধিকার বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই বিশ্বাসে আমরা নিম্নে বর্ণিত নীতিমালার প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি :

নীতিমালা ১

সকল মানুষের ব্যক্তিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যৌনতা, একারণে ব্যক্তি প্রচয়ের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, প্রত্যেকে যাতে সমস্ত প্রকার যৌন অধিকার ভোগ করেতে পারে তার একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সমাজের সকল মানব সন্তানের ব্যক্তিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যৌনতা। ব্যক্তি তার সারা জীবন ধরে যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যকারণের প্রেক্ষিতে তার অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তথাপি যৌনতার সঙ্গে সংশিষ্ট মানবাধিকার তার নিরাপত্তা এবং বিকাশ সকল ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের অংশ হওয়া উচিত। অধিকন্তু, যৌনতাকে জীবনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। যৌন অধিকার সকল মানুষের সহজাত স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সমতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীন মানবাধিকার। আইপিপিএফ সমর্থন করে যে, যৌন ও প্রজনন অধিকার চার্টার অনুসারে, মানুষ উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়, এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করে যে পরিবেশে প্রতিটি ব্যক্তি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে সকল যৌন অধিকার উপভোগ করতে পারে। যৌনতা মানব ও সমাজ জীবনের এমন একটি দিক যা সর্বদা দেহ, মন, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সমাজের সাথে সংশিষ্ট।

নীতিমালা ২

আঠারো বৎসরের কম বয়স্কদের যে সকল অধিকার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো পূর্ণবয়স্কদের থেকে ভিন্ন। এবং প্রতিটি শিশুর মধ্যে নিজে বা নিজের পক্ষে অধিকারগুলো প্রয়োগ করার সামর্থ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের প্রতি নজর দিতে হবে। আইপিপিএফ মনে করে যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনে আঠারো বৎসরের কম বয়স্কদের জন্য যে অধিকার এবং নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে, পূর্ণবয়স্কদের অধিকার থেকে সেগুলো ভিন্ন। এই ভিন্নতা মানবাধিকারের সকল দিকেই আছে। কিন্তু যৌন অধিকারের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের জন্য বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইপিপিএফ মনে করে যে, আঠারো বছরের কম বয়স্কদের অধিকার অবশ্যই আছে, তবে শিশুকাল, বাল্যকাল ও কৈশোরে এই অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি কম-বেশি ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। সামর্থ্যের বিকাশ সাধনের নীতিমালায় শিশুদের প্রতি সম্মান, তাদের মর্যাদা এবং সকল ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে তাদের নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অবদানের মূল্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সমাজ এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে শিশু সর্বোত্তম সার্মর্থ্য অর্জন করতে পারবে, তারা যাতে নিজ নিজ জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গহণে অংশ নিতে পারে এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে সম্ভাবনার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

নীতিমালা ৩

সকল মানবাধিকার সুরক্ষা ও বিকাশের মূলে আছে বৈষম্যহীনতা। আইপিপিএফ-এর মতে, সকল মানবাধিকার সুরক্ষা ও বিকাশের মূল শর্ত হচ্ছে বৈষম্যহীনতার একটি রূপরেখা। বৈষম্যহীনতার রূপরেখা এমন হতে হবে যা নারী পুরুষভেদে, বয়স, জেন্ডার পরিচিতি, যৌন দিকস্থিতি, বৈবাহিক অবস্থা, বাস্তব বা আরোপিত যৌন ইতিহাস বা আচরণ, নরগোষ্ঠী, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক অবস্থান, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মত, জাতীয় ও সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম, দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্য, এইচআইভি-এইডসসহ- স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং বেসামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থার ভিত্তিতে কারও ওপর পার্থক্য আরোপ করা, কাউকে বাদ দেওয়া বা বর্জন করা কিংবা কারো ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ গণ্য করবে। কারণ, এ সকল পার্থক্য আরোপ, বর্জন ও প্রতিবন্ধকতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার, ভোগ ও অনুশীলন থেকে ব্যক্তি বিশেষকে বিরত রাখে এবং তার মানবাধিকার ভোগ করার সুযোগ ব্যাহত করে।

ব্যক্তি বিশেষ তাদের যৌন অধিকার পূরণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বাস্তবসম্মত সমতার প্রয়োজনে এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ আবশ্যক, যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি এক অপরের সাথে সমতার ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এর জন্য কোনঠাঁসা ও সেবাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

নীতিমালা ৪

ব্যক্তি প্রজননে আগ্রহী হোক বা না হোক, যৌনতা এবং যৌনতা থেকে প্রাপ্ত আনন্দ গ্রহণ করা মানব অস্তিত্বের একটি মৌল দিক। যৌন স্বাস্থ্য সারা জীবনব্যাপী বিস্তারিত। যৌনতা প্রায় সকল প্রজনন সিদ্ধান্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী হোক বা না হোক, যৌনতা তার জীবন ধারণের একটি মৌল দিক। যৌনতা কেবল মাত্র ব্যক্তির প্রজনন আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় উপকরণ নয়। কেউ যদি প্রজনন না করতে চায়, কিন্তু যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ ও যৌনতা উপভোগ করতে চায় এবং কেউ যদি না চায়, কিন্তু প্রজননের অভিজ্ঞতা লাভ ও উপভোগ করতে চায় তবে তার সে অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে, বিশেষত অতীত এবং বর্তমানে যারা এ ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং আছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

নীতিমালা ৫

সকলের জন্য যৌন অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার থাকতে হবে। যৌন অধিকারের প্রধান শর্ত হলো, সকল প্রকার সহিংসতা এবং ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রাপ্তির অধিকার। যৌন কারণে ক্ষতির মধ্যে আছে দৈহিক, মৌখিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং যৌন প্রকৃতির সহিংসতা এবং নির্যাতন। নারী পুরুষ ভেদ, বয়স, জেন্ডার, জেন্ডার পরিচিতি, যৌন দিকস্থিতি, বৈবাহিক অবস্থা, বাস্তব অথবা আরোপিত যৌন-ইতিহাস বা আচরণ, যৌন আচার অনুষ্ঠান এবং ঐ আচার অনুষ্ঠানের প্রকাশ প্রভৃতি কারণে ব্যক্তির প্রতি সহিংসতা, যৌনতাজনিত ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সকল বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর সকল প্রকার শোষণ থেকে নিরাপত্তা ভোগ করার অধিকার আছে। এ সকল অধিকারের মধ্যে আছে যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানি থেকে নিরাপত্তার অধিকার। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জোরপূর্বক যৌন কর্ম বা যৌন আচার আচরণে বাধ্য করা যাবে না কিংবা যৌনকলা এবং সামগ্রীর প্রদর্শনীতে ব্যবহার করা যাবে না।

নীতিমালা ৬

যৌন অধিকার কতিপয় ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। তবে ঐ সীমিতকারী আইনের উদ্দেশ্য হবে - অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি যথোচিত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিতকরণ এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সার্বিক মঙ্গল সাধন। অন্যান্য মানব অধিকারের অনুরূপ, যৌন অধিকারের ওপর আইনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে হবে এবং ঐ সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হবে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি যথোচিত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চতকরণ, এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সার্বিক মঙ্গল, জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তা বিধান করা। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা একটি ন্যায্য লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হতে হবে। যৌন অধিকার ভোগের জন্য চাই ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা, একাধিক রূপকল্পের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি এবং মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদের প্রতি সমদৃষ্টি শ্রদ্ধার গ্যারান্টি প্রদান।

নীতিমালা ৭

সকল প্রকার যৌন অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলো সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। মূল আইনগত দাবী ও ঐ দাবী পূরণের উপায় উপকরণে অভিগম্যতা যৌন অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য মানবাধিকারের মতো তিনটি পর্যায়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে, সকলের যৌন অধিকারের সম্মান প্রদর্শন, যৌন অধিকারের সুরক্ষা বিধান এবং বাস্তবায়ন। সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে হলে যৌন অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে। 'সুরক্ষা বিধানে'র দায়িত্ব পালন করতে হলে রাষ্ট্রসমূহকে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অহেতুক হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করতে হবে। বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে হলে রাষ্ট্রসমূহকে এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যথোচিত বিচারবিভাগীয়, প্রশাসনিক, বাজেট বিষয়ক, আইনভিত্তিক প্রচারণামূলক ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

যৌন অধিকার প্রকৃতপক্ষে যৌনতাসংক্রান্ত মানবাধিকার

আইপিপিএফ প্রত্যয়ন করে যে যৌন অধিকার হলো মানবাধিকার। যৌন অধিকার সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য, গোপনতা, স্বতন্ত্রতা, অখণ্ডতা এবং সম্মান প্রাপ্তির অধিকার থেকে উৎসারিত যৌনতার সাথে সম্পর্কিত একগুচ্ছ অধিকারের সমন্বয়ে গঠিত। দশটি যৌন অধিকার নিম্নে বর্ণিত হলো :

ধারা ১: সমতার অধিকার, নারী পুরুষ ভেদ, যৌনতা বা জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য থেকে সমান স্বাধীনতা ও আইনগত নিরাপত্তা ভোগের অধিকার সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও মুক্ত এবং অধিকার ও মর্যাদায় সমান। কাজেই তারা যৌনতা, নারী পুরুষ ভেদ ও জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য থেকে আইনগত সুরক্ষা সমভাবে ভোগ করার অধিকারী।

ধারা ২: নারী পুরুষ ভেদ, যৌনতা বা জেন্ডার নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য অংশগ্রহণরে অধিকার। সকল ব্যক্তি এমন একটি পরিবেশের অধিকারী যে পরিবেশে সে নাগরিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়, স্বাধীন ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে সক্ষম হবে, স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও অবদানের উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হবে।

ধারা ৩: জীবন, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও দৈহিক অখণ্ডতার অধিকার। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ধারণ ও স্বাধীনতার অধিকার আছে এবং সকল ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে নারী পুরুষ ভেদ, বয়স, জেন্ডার, জেন্ডার পরিচিতি, যৌক দিকস্থিতি, বৈবাহিক অবস্থা, বাস্তব অথবা আরোপিত যৌন ইতিহাস বা আচরণ এবং এইচআইভি-এইডসসহ স্বাস্থ্যগত কারণে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অমর্যাদাকর আচরণ থেকে শঙ্কামুক্তির অধিকার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সহিংসতা ও হুমকির হাত থেকে মুক্ত যৌনতা অনুশীলন করার অধিকার ভোগ করবে।

ধারা ৪: গোপনীয়তার অধিকার

সকল মানুষের অধিকার আছে যে তাদের গোপনতা, পরিবার, গৃহ, দলিলপত্র এবং পত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ করা যাবে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এমন গোপনতার অধিকার থাকবে যা যৌন স্বাধীনতা প্রয়োগ করার জন্য অত্যাবশ্যক।

ধারা ৫: ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার এবং আইনগত স্বীকৃতির অধিকার।

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে যে আইন তাকে স্বীকৃতি দেবে এবং তার যৌন স্বাধীনতা থাকবে, এই অধিকারের মধ্যে আছে যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ, যৌনসঙ্গী বাছাই এর সুযোগ এবং পরিপূর্ণ যৌন সম্ভাবনা ও আনন্দ ভোগের সুযোগ। এই সুযোগ প্রত্যেক ব্যক্তি লাভ করবে একটি বৈষম্যহীনতা রূপরেখার আওতায় এবং অপরের অধিকার এবং শিশুদের ক্রমবিকাশমান সামর্থ্যের প্রতি যথাযথ সৃষ্টি প্রদান করে এই সুযোগ ব্যবহার করতে হবে।

ধারা ৬: চিন্তা, মতামত এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংঘ গঠনের অধিকার।

যৌনতা, যৌন দিকস্থিতি, জেন্ডার পরিচিতি এবং যৌন অধিকার সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্ত চিন্তা করার, মতামত গঠন করার এবং মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে। এই অধিকারের ক্ষেত্রে আধিপত্যশীল সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বা রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা জনশৃঙ্খলা, জনৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক ধারণা দ্বারা অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে না।

ধারা ৭: স্বাস্থ্যের অধিকার এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সুফল ভোগের অধিকার।

সকল ব্যক্তির অধিকার আছে যে তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান ভোগ করবে, এই মানের মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্যের অর্ন্তনিহিত নির্দ্ধারকসমূহ এবং যৌন উদ্বেগ, সমস্যা ও ব্যাধির প্রতিরোধ, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য যৌন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় অভিগম্যতা।

ধারা ৮: শিক্ষা ও তথ্য লাভের অধিকার।

বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল ব্যক্তির সাধারণভাবে এমন শিক্ষা ও তথ্য লাভের এবং ব্যাপকভাবে যৌনতা সম্পর্কে এমন শিক্ষা ও তথ্য লাভের অধিকার আছে, যে শিক্ষা ও তথ্য পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রয়োগ করার এবং ব্যক্তি, জন ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন ও ফলপ্রসু।

ধারা ৯: ব্যক্তি বিবাহ করবে কিনা, পরিবার গঠন বা পরিকল্পনা করবে কিনা, সন্তান গ্রহণ করবে কিনা, সন্তান গ্রহণ করলে কখন কয়টি সন্তান গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

বিয়ে করা না করা, পরিবার গঠন করা বা পরিবার পরিকল্পনা করা বা না করা, সন্তান গ্রহণ করা বা না করা, গ্রহণ করলে কয়টি সন্তান গ্রহণ করবে, এ ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে এবং নিজ দায়িত্বে পছন্দ অপছন্দ নির্ধারণ করবে। এ উদ্দেশ্যে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে বংশ ও বিবাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিবার ছাড়াও অন্যান্য ধরনের পরিবার আইন ও নীতি দ্বারা স্বীকৃত হবে।

ধারা ১০: জবাবদিহিতা ও প্রতিবিধানের অধিকার।

সকল ব্যক্তি অধিকার রাখে যে যৌন অধিকার সংরক্ষণের জন্য কার্যকর, পর্যাপ্ত, অভিগম্য এবং যথাযথ শিক্ষামূলক, আইনগত, বিচারবিভাগীয় এবং অন্যান্য পদক্ষেপ নিশ্চিত করা হবে এবং যারা যৌন অধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে, সকল ব্যক্তি তাদের জবাবদিহিতা দাবী করতে পারে। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে-যৌন অধিকার বাস্তবায়ন পরিধারণের ক্ষমতা এবং পুনঃঅর্পণ, ক্ষতিপুরণ, পূণর্বাসন, সন্তুষ্টি, পুনরাবৃত্তি না হওয়ার গ্যারান্টি এবং অন্য যে কোনো পন্থায় যৌন অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবিধানে অভিগম্যতা।

যৌন অধিকর : আইপিপিএফ ঘোষণা একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা সরবরাহ করে যার অধীনে সদস্য সমিতিগুলো সেবাপ্রদানকারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারবে। কাজ আরম্ভ করতে পারবে বা সম্প্রসারণ করে তারা অধিকতর কর্মক্ষম হবে এবং সকলের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। ফলে তাদের সেবাগ্রহণকারীরা তাদের যৌন ও প্রজনন অধিকার পরিপূর্ণ ভোগ করতে পারবে। এ ঘোষণা রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার প্রবক্তা হিসেবে কাজ করবে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে এবং সরকারকে যৌন অধিকার, জন স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের মধ্যে যোগসূত্র অনুধাবন করতে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার গ্রহণ করতে অবদান রাখবে। ফলে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে পরবর্তী বৈশ্বিক উদ্যোগ প্রণয়নে ও পরিকল্পনায় সহায়তা করবে।

যৌন অধিকার:
একটি আইপিপিএফ ঘোষণাপত্র

প্রস্তাবনা

মানবাধিকার কৌশলের আওতায় লক্ষ্য পূরণে আইপিপিএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই কৌশলের মধ্যে আছে মানবাধিকারের বিশ্বজনীনতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সম্পৃক্ততা এবং অভিভাজ্যতার নীতিমালা। আইপিপিএফ স্বীকার ও বিশ্বাস করে যে, মানবাধিকারের একটি উপাদান হলো যৌন অধিকার, যা যৌনতার সাথে সম্পর্কিত ক্রমবিকাশমান অধিকারের সমষ্টি, এই অধিকারগুলো সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদায় অবদান রাখে।

যৌন অধিকার: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য দলিলাদি, এই সকল দলিলের আন্তর্জাতিক প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা এবং অতিরিক্ত অধিকারসমূহ, যা এই সবকিছুর মধ্যে নিহিত আছে, এ সবকিছুই আইপিপিএফ ঘোষণার ভিত্তি রচনা করেছে। ঘোষণাটি প্রণয়নে ১৯৯৩ সালের জাতিসংঘ বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন, ১৯৯৪ সালের জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন, ১৯৯৫ সালের জাতিসংঘ চতুর্থ নারী বিশ্ব সম্মেলন, জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ঘোষণা এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত তথ্য ও দলিলাদি বিবেচনা করা হয়েছে। কয়েকটি জাতিসংঘ চুক্তি সংস্থা থেকে, জাতিসংঘ স্পেশাল র‍্যাপোটিয়ারের নিকট থেকে, এবং বিশেষভাবে ২০০৪ সালের অধিকার সম্পর্কিত স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত মানবাধিকার কমিশন রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ এই ঘোষণাপত্র প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই ঘোষণা আইপিপিএফ যৌন ও প্রজনন অধিকার চার্টারের পরিপূরক। ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য যৌন অধিকার বিশেষভাবে চিহ্নিত করা এবং যৌনতার অন্তর্নিহিত রূপকল্পকে সমর্থন। এই রূপকল্প সকল ব্যক্তির যৌন স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিরাপত্তা বিধান করে এবং একটি বৈষম্যহীন রূপরেখার আওতায় যৌন স্বাস্থ্য ও অধিকার উন্নয়নে অবদান রাখে।

আইপিপিএফ বিশ্বাস করে যে, স্বাস্থ্য একটি মৌলিক মানবাধিকার, সকল মানবাধিকারের সাথে যা অবিচ্ছেদ্য।[২] এ সংস্থা আরও বিশ্বাস করে যে, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৩] যৌন অধিকার ব্যতীত যৌন স্বাস্থ্য অর্জন বা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না। কিন্তু যৌন অধিকার স্বাস্থ্য অধিকারের চাইতেও অধিক বড় স্থান দখল করে আছে।

যখন মানবাধিকার যৌনতায় প্রয়োগ করা হয়, তখন যৌন অধিকার একটি বিশেষ মান নির্দেশ করে। এই সকল অধিকার হলো, সকল মানুষের স্বাধীনতা, সমতা, গোপনীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, সম্পূর্ণতা (অখণ্ডতা) এবং মর্যাদা, যে সকল নীতিমালা, বিশেষভাবে যৌনতার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো বহু আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যৌন অধিকার এমন একটি অভিগমন, যা কেবল বিশেষ পরিচিতির নিরাপত্তা বিধানই করে না বরং তার অতিরিক্ত অনেক কিছুই প্রদান করে। যৌন অধিকার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, প্রতিটি মানুষ এমন একটি অবস্থায় অভিগমন করে, যাতে সম্মানজনক মর্যাদার প্রসঙ্গের আওতায় যে কোনো সহিংসতা বা বৈষম্য ও দমনমূলক আচরণ থেকে যৌনতা মুক্ত থাকতে পারে।

আইপিপিএফ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, মানুষ হওয়ার ফলশ্রুতিতে যৌনতা সারা জীবনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এবং নিম্নলিখিত প্রেক্ষাপটে যৌনতাকে অন্তর্ভূক্ত করার কারণে সকলেই এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা প্রকাশক্ষম হয় না। এ বিষয়টি একটি বিকাশমান ধারণা, যা যৌন কার্যক্রম, জেন্ডার স্বরূপ (পরিচিতি), যৌন পরিস্থিতি, যৌন কামনা, তৃপ্তি, ঘনিষ্টতা এবং প্রজনন প্রভৃতি সকল কিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে। নৈতিক, মনস্তাত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্বিক, আইনগত, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যৌনতার চিন্তা-চিন্তন, কল্পনা, আকাঙ্খা, বিশ্বাস, মনোভঙ্গি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, প্রয়োজন ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও প্রকাশ করা হয়।[৪]

আইপিপিএফ অবহিত আছে যে, অনেক যৌন প্রকাশভঙ্গি প্রজননবিহীন হয়ে থাকে এবং যৌনতার বৈশ্বিক সমঝোতাবোধ বিকাশমান হয়। ফলে, আইপিপিএফ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, যৌন অধিকার বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রজনন অধিকার এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে একই শ্রেণীভূক্ত নয়।[৫]

আইপিপিএফ স্বীকার করে যে, যৌন অধিকারকে যোগ্যতাপূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি ন্যায়পরায়ণতার জন্য সম্পদ, শান্তির অতিরিক্ত স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রচেষ্টারই পরিপূরক, যার মাধ্যমে সকল মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। উন্নয়নের অধিকারের পরিসরের আওতায় ব্যক্তির কেন্দ্রীয় যৌন অধিকার পূরণ করা ব্যক্তির কেন্দ্রীয়তার অপরিহার্য বিষয় হিসাবে কার্যকরী সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতির উপকারভোগী, যার মাধ্যমে সকল মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

আইপিপিএফ বিশ্বাস করে যে, অধিকার উপভোগ করার পূর্বশর্ত সৃষ্টির একটি অত্যাবশ্যক রূপ জবাবদিহিমূলক কাঠামোর উন্নয়নের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এই কাঠামো কেবল ব্যক্তিক প্রতিবিধান এবং প্রতিকার করে, তাই নয়, বরং শক্তি, প্রয়োগ এবং অর্থের কৌশলের মধ্যে কার্যকর এবং চ্যালেঞ্জ করে, যা যৌন অধিকারের লঙ্ঘন। আইপিপিএফ স্বীকার করে এই বিষয়টির সেবা কার্যক্রম এবং এডভোকেসির সাথে সংশিষ্টতা রয়েছে।

এ কারণে, আইপিপিএফ তার সদস্য সমিতিগুলোকে তাদের সকল কার্যক্রমের মধ্যে যৌন অধিকার বিবেচনায় আনা, এর নিরাপত্তা বিধান করা এবং একে অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে এই ঘোষণা ব্যবহার করা এবং তাদের সকল চলমান নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচিসমূহকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করার পক্ষে উৎসাহিত করে।

এ ঘোষণা, যৌনতায় মৌলিক মানবাধিকারের প্রয়োগের মৌলিক কাঠামো। ফেডারেশনের সকল অংশসমূহ যৌন অধিকার সম্প্রচার ও সুরক্ষা করা তাদের চলমান নীতিমালা ও কৌশল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা কর্তব্য প্রতিপালন করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য এই কাঠামোকে এবং তাদের সকল কার্যক্রমে, সেবা কর্মকাণ্ডে এবং কর্মসূচীতে এর মৌলিক নীতিমালাকে অঙ্গীভূত করতে পারে।

আইপিপিএফ যৌন অধিকারসহ বিশ্বজনীন, অবিভেদ্য এবং অভঙ্গুর মানবাধিকারের দর্শনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রতিষ্ঠান স্বীকার করে যে, দেশের প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে এই ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত সময়, আচার-আচরণ, নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ব্যাপ্তি এবং অধিকারসমূহকে প্রভাবিত করে। সেই সকল পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির স্বীকৃতি দান এবং সঠিক উপস্থাপিত করা হবে।

যৌন অধিকার: একটি আইপিপিএফ ঘোষণা আইপিপিএফ নির্ধারক কাউন্সিল কর্তৃক ১০ মে ২০০৮ তারিখে গৃহীত।

সাধারণ নীতিমালা

আইপিপিএফ আশা করে যে, সকল সদস্য সমিতিগুলি এই ঘোষণার ব্রত, রূপকল্প ও মূল্যবোধ এবং ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভূক্ত এবং অন্তর্নিহিত নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। এ ঘোষণাপত্রের 'যৌন অধিকার যৌনতা সংক্রান্ত মানবাধিকার' শীর্ষক অংশে কতিপয় যৌন অধিকার বর্ণিত হয়েছে। ঐ সকল যৌন অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ফেডারেশনের অংশীদারগণ ঘোষণাপত্রের নীতিমালা অনুসরণ ও অনুশীলন করে কর্মসূচি ও কর্মকৌশল গ্রহণ করবে।

নীতিমালা ১

যৌনতা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রত্যেকে সকল প্রকার যৌন অধিকার উপভোগ করতে পারে।

যৌনতা প্রতিটি সমাজের প্রতিটি মানুষের অভিভাবকত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন মানুষ এমন কিছু উপায়ে তার যৌনতার স্বাদ গ্রহণ করে, যা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বিষয়াবলীর অনুযায়ী পৃথক হয়ে থাকে, যৌনতার সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার, এগুলোর সংরক্ষণ ও প্রবর্ধন সকল মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অংশ হওয়া উচিৎ। যৌন অধিকার হলো সকল স্থানে সকল মানুষের সহজাত স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং সাম্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীন মানবাধিকার।[৭]

দারিদ্র্য একই সাথে দুর্বল যৌন স্বাস্থ্যের কারণ ও পরিণতি এবং যৌনতা-ভিত্তিক অপর্যাপ্ততা এবং বর্জন। মানবাধিকারের পরিতৃপ্তি এবং অস্বীকৃতির ভূমিকা, বিশেষভাবে, যৌন অধিকারে এর প্রভাব সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদান করে এই সকল প্রসঙ্গের সাথে দারিদ্রের আন্তসংযোগের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি বা কাঠামো বাস্তবায়নের সময় অন্যায়[৮], অসাম্য[৯], জেন্ডার অন্যায়[১০], জেন্ডার অসমতা[১১], এবং দুর্বল স্বাস্থ্য বিষয় মোকাবেলা করা উচিৎ, বিশেষত সে সকল বিষয় মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলের সাথে সম্পর্কিত। মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলের সাফল্য– মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, জেন্ডার সমতার প্রসার এবং এইচআইভি/ এইডস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম– অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সরাসরি ব্যাপক যৌন স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং যৌন স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের উপর সরাসরি নির্ভর করে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য চার্টারের আলোকে আইপিপিএফ স্বীকার করে যে, উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হলো মানুষ এবং এমন একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করে, যাতে সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। যৌনতা মানব ও সামাজিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য, যা সকল সময় দেহ, মন, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সমাজের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক বিষয়সমূহের উপরও যৌন অধিকারের প্রভাব রয়েছে। যৌন অধিকার অভিব্যক্তিক, সাহচার্যক এবং অংশগ্রহণকৃত বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত এবং দৈহিক সম্পৃক্ততা এবং আত্ম-সার্বভৌমত্বের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। যৌন অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আইপপিএফ

উপলব্ধি করে যে এই সকল অধিকার সম্মান, নিশ্চয়তা বিধান এবং পূর্ণ করতে এর সকল পরিমন্ডল ও ক্ষেত্রে মনোযোগ প্রদান প্রয়োজন, যা পর্যায়ক্রমে মান কার্যক্রমের সরকারি-বেসরকারি এলাকাসমূহে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অংশ হিসাবে কাজ করবে।

নীতিমালা ২

আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানের প্রসঙ্গ প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে পৃথক, এবং প্রতিটি শিশুকে নিজে অথবা তার পক্ষে অধিকারসমূহ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য শিশুর মধ্যে বিকাশ করার জন্য এই পার্থক্য মনে রাখতে হবে।

আইপিপিএফ উপলব্ধি করে যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের আলোকে আঠারো (১৮) বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধান প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে পৃথক। এই পার্থক্য মানব সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু যৌন অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আইপিপিএফ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আঠারো (১৮) বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিরা অধিকারপ্রাপ্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নবজাতক, শিশু কিশোর এবং প্রাক-যুব পর্যায়ে, কিছু কিছু অধিকার এবং নিরাপত্তা অধিক বা স্বল্প প্রাসঙ্গিতা লাভ করে।

শিশু-অধিকার কনভেনশনের[১২] ধারা ৫-এর আওতায় বলা হয়েছে যে, অভিভাবক ও অন্যান্যদের দ্বারা শিশুদের জন্য দায়িত্ববোধের যে কর্মপ্রণালী ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তার সাথে শিশুদের নিজের বা তার পক্ষ থেকে অধিকতর স্বতন্ত্রসহযোগের পাশাপাশি সম্মানীয় নাগরিক, মানুষ এবং অধিকারবাহকের সাথে তাদের ঘাতোপযোগিতার সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা প্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্তির পাশাপাশি তাদের জীবনের কার্যকর বৈশিষ্ট্য হিসাবে শিশুদেরকে স্বীকৃতি প্রদান প্রয়োজন। এই ধারণা স্বীকৃতি প্রদান করে যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে সুরক্ষার মাত্রা শিশুদের যে ক্ষতির কারণ তা ক্ষমতার সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে হ্রাস পেতে পারে।

এছাড়া, ক্ষমতার সম্প্রসারণ নীতিমালা শিশুদের মর্যাদা, তাদের সম্মান এবং সকল প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপত্তার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়, সেই সাথে তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিজেদের অংশগ্রহণের মুল্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সমাজ অবশ্যই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে শিশু তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং যেখানে তাদের এই অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে এবং তাদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্ববোধের প্রতি যোগ্য বৃহত্তর সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।

কয়েকটি প্রধান নীতিমালা শিশু অধিকার এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে আন্তসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি মধ্যে অধিকারধারক হিসাবে আঠারো বৎসর বয়স্কদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি[১৩], শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ[১৪], শিশুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা[১৫], বৈষম্যহীনতা[১৬], এবং সমৃদ্ধি অর্জনের অবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রতি দায়িত্ববোধ[১৭] উলেখযোগ্য।

যৌন অধিকারের আলোকে, এই সকল নীতিমালা ব্যক্তিক অংশগ্রহণ, পরিপক্বতা প্রদর্শন এবং বিশেষ পরিস্থিতি, যেমন, বিশেষ শিশু বা প্রাক-যুব বিবেচনাবোধ, কার্যক্রম, দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্যবস্থা, অভিভাবকের সাথে কিংবা অন্যান্য আগ্রহী দলের সাথে সম্পর্কে, সংশিষ্টদের সাথে শক্তির সম্পর্ক এবং চলমান বিষয়াবলীর চরিত্র বিবেচনা প্রয়োজন।

নীতিমালা ৩

সকল মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও প্রসারের অন্তরালে বৈষম্যহীনতা বিদ্যমান।

আইপিপিএফ উপলব্ধি করে যে একটি বৈষম্যহীন কাঠামো সকল মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্যে নীহিত।[১৮] এই বৈষম্যহীন কাঠামো লিঙ্গ[১৯], বয়স[২০], জেন্ডার[২১], জেন্ডার পরিচিতি[২২], যৌন পরিচিতিজ্ঞান[২৩], বৈবাহিক অবস্থা, যৌন ইতিহাস বা ব্যবহার, প্রকৃত অথবা আরোপিত যৌন-ইতিহাস বা আচরণ, জাতিগোষ্ঠী, বর্ণ, নৃতত্ত্ব, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পদ, জন্ম, দৈহিক বা মানসিক বৈকল্য, এইচআইভি/এইডসসহ স্বাস্থ্যগত অবস্থা, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য অবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য, বিভেদ বা বাধা সৃষ্টিকে প্রতিহত করে, যা অন্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে উপভোগ বা প্রয়োগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে সকল মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিষিদ্ধ, বর্জন বা বাধাদান, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

যৌন অধিকারের পরিমন্ডলে লিঙ্গ, বয়স, জেন্ডার, জেন্ডার পরিচিতি, যৌন পরিচিতি জ্ঞান, বৈবাহিক অবস্থা, যৌন ইতিহাস বা ব্যবহার, প্রকৃত অথবা আরোপিত যৌন-ইতিহাস বা আচরণ এবং যৌন অধিকারের প্রত্যাখ্যান, যথা যৌন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, সমন্বিত যৌন শিক্ষা এবং যৌন সহিংসতা থেকে সুরক্ষা, যা একজন মানুষকে সম পর্যায়ের অন্যান্যদের তুলনায় তার পরিতৃপ্তি গ্রহণের অধিকার থেকে বিরত রাখার কারণে বৈষম্য সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের মাধ্যমে অসমভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের যৌন অধিকার পরিপূরণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রকৃত সমতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মৌলিক অধিকার